



রমজানের শেষ দশকে ইতিকার: নিয়ম, শর্ত ও সতর্কতা



ছবি: সংগৃহীত

ইতিকার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নির্দিষ্ট সময় মসজিদে অবস্থান করা। রমজানের শেষ দশকে এটি সুন্নত। ইবনু ওমর (রা.) জানান, মুহাম্মদ (সা.) এ সময়ে নিয়মিত ইতিকার করতেন; এক বছর সম্ভব না হওয়ায় পরের বছর ২০ দিন ইতিকার করেন। — সহিহ মুসলিম ২৬৭০; মেশকাতুল মাসাবিহ ২১০২

ইতিকার শুরু করতে সাধারণত ২০ রমজান সূর্যাস্তের আগে মসজিদে প্রবেশ করা হয়। আয়শা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, নবীজি (সা.) ফজরের নামাজের পর ইতিকারের স্থানে প্রবেশ করতেন। — সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস: ৭৯১

ইতিকার শুধু পুরুষদের জন্য নয়; নারীরাও করতে পারেন। নবীজির ইত্তিকালের পর তাঁর সহধর্মিণীরাও রমজানের শেষ দশকে ইতিকার করেছেন। — সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৬৭৪

ইতিকারে সময় কাটে ইবাদত, কুরআন তিলাওয়াত, জিকির ও নফল নামাজে। অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ এড়িয়ে চলতে হয়। খাকা, ঘুম ও খাবার মসজিদেই হওয়া উত্তম; প্রয়োজন হলে স্বল্প সময়ে বাসায় গিয়ে খেয়ে আসার সুযোগ আছে।

ইতিকারে নিষিদ্ধ কাজ

১. দাম্পত্য সহবাস

ইতিকার অবস্থায় সহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা: ১৮৭

২. অপ্রয়োজনে মসজিদ ত্যাগ

মানবীয় প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়া যাবে না। সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস: ৮০২

৩. রোজা ভঙ্গ হলে ইতিকার ভঙ্গ

ইতিকারে রোজা শর্ত। বৈধ কারণে রোজা ভাঙলে ইতিকারও ভাঙবে। নারীদের ঋতুস্রাব শুরু হলে ইতিকার ভঙ্গ হবে; পরে একদিন রোজাসহ কাজা আদায় করতে হবে।

৪. সুন্নত সীমাবদ্ধতা

ইতিকারকারী রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজায় অংশ নেওয়া, স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও অপ্রয়োজনে বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন; জামে মসজিদে এবং রোজাসহ ইতিকার করা সুন্নত। সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ২৪৭৩